দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 19 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

অন্তহীন সমস্যায় সরকারি স্কুল

এম এইচ রবিন ●

সরকারি স্কুলের জমিতে সুইমিংপুল, কোথাও শিল্পকলা একাডেমির ভবন নির্মাণের চেষ্টার অভিযোগ পাওয়া গেছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে (মাউশি)। এ ছাড়া সরকারি মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষক এবং তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী সংকটের কথা জানিয়েছেন বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা। অন্যদিকে পুরনো নিয়োগ বিধিতে চলছে সরকারি মাধ্যমিক স্কুল। সময়ে-সময়ে বেড়েছে পাঠ্যক্রমের পরিধি। নিয়োগবিধির বেড়াজালে শিক্ষক ছাড়াই চলছে নতুন-নতুন বিষয়ের পাঠদান। বিদ্যমান পদে নিয়োগ বন্ধ থাকায় বাড়ছে শূন্য পদ। এমন নানামুখী সমস্যা সামনে রেখে শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে আজ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক সম্মেলন ২০১৬।

■ ভবন ও জমি দখল
■ শিক্ষক-কর্মচারী সংকট

মাউশির সহকারী পরিচালক (মাধ্যমিক-১) সাখায়েত হোসেন বিশ্বাস আমাদের সময়কে জানান, ফরিদপুর জিলা স্কুলের জমি সুইমিংপুল নির্মাণের জন্য দখলের চেষ্টা করছে জেলা ক্রীড়া সংস্থা। অন্যদিকে এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৭

অন্তহীন সমস্যায় সরকারি স্কুল

(শেষ পৃষ্ঠার পর) নওগাঁ কেডি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের জায়গায় ভবন নির্মাণের চেষ্টা চালাচ্ছে জেলা শিল্পকলা একাডেমি। এদিকে বরিশাল জিলা স্কুলের জায়গায় বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী ক্যাম্পাস স্থাপন করা হয়েছে। স্কুলের জমিতে নির্মাণ করা হয়েছে তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীদের আবাসিক ভবন। এ প্রসঙ্গে ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সাবিনা ইয়াসমিন আমাদের সময়কে বলেন, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার জন্য জিলা স্কুলের তিনটি ভবন ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল ২০১০ সালে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম চললেও স্কুলের ভবনগুলো এখনো খালি করা হয়নি।

কিশোরগঞ্জ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র হোস্টেল ভাড়া নিয়ে চলছে বিয়াম স্কুলের কার্যক্রম। এ স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. আবদুল্লাহ্ আমাদের সময়কে জানান, বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে স্কুলের ছাত্র হোস্টেল ভাড়া নিয়ে বিয়াম স্কুলের কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর অনেক চিঠি চালাচালি করেও হোস্টেলটি স্কুলের দখলে আনা যায়নি। ফলে বাধ্য হয়ে দূরের শিক্ষার্থীরা স্কুলের আশপাশে মেসে থাকছে। ফরিদপুর জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক দুর্গারাণী সিকদার জানান, তার স্কুলের প্রায় ১০ একর সম্পত্তি রয়েছে। আছে ছোট-বড় ৭টি ভবন; আর একটি খেলার মাঠ।

মাউশির তথ্যানুযায়ী, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারী পদের সংখ্যা, শূন্যপদ, শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান, ওয়েবসাইট আছে কি না, মাল্টিমিডিয়া ক্লাস হয় কি না, শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতি কত, ফলাফল কেমন, অবকাঠামো সুবিধাসহ বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত চেয়ে প্রধান শিক্ষকদের কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে। নির্ধারিত ছকে তথ্য চাওয়া হয়েছে শিক্ষকদের কাছে।

এ বিষয়ে মাউশির উপপরিচালক (মাধ্যমিক) একেএম মোস্তফা কামাল আমাদের সময়কে জানান, বেশিরভাগ শিক্ষকরা কমন তথ্য পাঠিয়েছেন যে, তাদের শিক্ষক সংকট, তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী সংকট। শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ২০১২ সাল থেকে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ রয়েছে।

একটি সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানান, বিভিন্ন সময়ে পাঠ্যক্রম পরিবর্তন হয়েছে। নতুন-নতুন বিষয় পড়ানো হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়নি দীর্ঘদিন। ফলে জগাখিচুড়ি অবস্থা মাধ্যমিকের লেখাপড়ায়। রাজধানীর সরকারি স্কুলগুলোয় শূন্যপদ না থাকলেও গ্রামের স্কুলে বেশি শূন্যপদ।

তথ্যপ্রযুক্তি (আইসিটি), শারীরিক শিক্ষা, কর্মমুখী শিক্ষা, চারু ও কারুকলা নতুন বিষয় যুক্ত হয়েছে। সব জায়গায় এসব বিষয়ে শিক্ষক নেই। বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তির মতো মৌলিক বিষয় পড়ানো হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক দ্বারা।

মাউশির পরিচালক (মাধ্যমিক) প্রফেসর মো. এলিয়াছ হোসেন জানান, ১৯৯১ সালের নিয়োগ বিধিতে চলছে সরকারি মাধ্যমিক স্কুল। ২০১২ সালের সহকারী শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণি পদমর্যদা দেওয়ার পর নতুন নিয়োগ দেওয়া যায়নি।

মাউশির তথ্যানুযায়ী, সারা দেশে ৩৩৪টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান শিক্ষক আছে ২৪০টিতে। সহকারী শিক্ষককের পদ রয়েছে ১০ হাজার ৬টি। এর বিপরীতে শিক্ষক আছেন ৮ হাজার ৩০৩ জন। সহকারী শিক্ষকের শূন্যপদ ১ হাজার ৭০৩টি। দুই শিফটের স্কুলে শিক্ষকদের পদের সংখ্যা ৪৯টি এবং এক শিফটের স্কুলে পদ ২৫টি।